আমাদের সময়

তারিখ 12 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা চান আ.লীগ নেতা মহিউদ্দিন

হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মালিকানাধীন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা চান চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। এ মালিকানা দাবি করে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। হাইকোর্ট প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কার্যক্রমে মহিউদ্দিন চৌধুরীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং এ বিষয়ে কোনো বাধাদানের ব্যাপারে করপোরেশনের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

বর্তমান মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন গত ২৮ এপ্রিল মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরপরই প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা কার তা জানার চেষ্টা করেন। তিনি দেখতে পান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কোনো তথ্যই সিটি করপোরেশনে নেই। এমনকি সিটি করপোরেশনের পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকাতেও নেই প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। তখন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ঢেলে সাজানো এবং প্রতিষ্ঠানটির সব কার্যক্রম সিটি করপোরেশনের অধীনে আনার উদ্যোগ নেন। গত ১৪ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এসব বিষয়ে মেয়রকে একটি চিঠি দেন। সেখানে এ প্রতিষ্ঠানের বৈধ ট্রাস্টি বোর্ড গঠন ও বোর্ডের মাধ্যমে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের কথা বলা হয়।

দেখা যায়, নতুন করে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হলে তাতে মহিউদ্দিন চৌধুরীর থাকার সুযোগ থাকে না। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, বর্তমান মেয়র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদ্য বিদায়ী মেয়র হিসেবে মোহাম্মদ মনজুর আলম সদস্য হিসেবে থাকবেন। এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে গত বুধবার সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট করেন এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী।

রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি নাইমা হায়দার ও বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামের বেঞ্চ এ বিষয়ে শুনানি শেষে তিনটি নির্দেশনা দিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে– বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিউদ্দিন চৌধুরীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধা না দেওয়া, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মঞ্জুরি কমিশন সিটি করপোরেশনকে যে চিঠি দিয়েছে, সেটির ওপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। রিটের পূর্ণ শুনানি না হওয়া পর্যন্ত এ আদেশ কার্যকরের কথা বলা হয়েছে। সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, ২০০২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে চট্টগ্রামে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রবর্তক মোড়ে অবস্থিত আইন অনুষদ ভবনের নিচে দুটি দোকানই নিজের ছোট ছেলে সালেহিন চৌধুরীকে দিয়ে দেন। এ নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময় নগরীর জিইসি মোড়ে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের নামে আরও ৬২ কাঠা জমি কেনা হয়। এই কাজটিও তদারকি করেন মহিউদ্দিন চৌধুরী। পরে এ জমি কেনার সময় এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী ও তৎকালীন মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলম ৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

এ ব্যাপারে বর্তমান মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আমাদের সময়কে বলেন, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দামপাড়া ক্যাম্পাসের জায়গাটি সিটি করপোরেশনের। অথচ দেখা গেছে, মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র থাকাকালে সিটি করপোরেশনের একজন সচিব সেটি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে নোটারি পাবলিক করে দিয়ে দিয়েছেন। আর মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রিমিয়ারের মালিক হিসেবে সেটি গ্রহণ করেছেন। আ জ ম নাছির প্রশ্ন করেন, এভাবে কি কোনো জমি নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়?

এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর আইনজীবী ও তার ছেলে চৌধুরী মুহিবুল হাসান আমাদের সময়কে বলেন, মহিউদ্দিন চৌধুরীই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও স্থানীয় সরকার আইন অনুসারে কোনো সিটি করপোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে না। এটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনেই শুরু থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, দেশের বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, বর্তমান মেয়র নতুন যে ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের চেষ্টা করছেন, সেটি জাল দলিল সৃজন করে অন্যের জমি দখলের মতো কৌশল।